জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক আদর্শ প্রতিষ্ঠান তৈরীর দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) আত্মপ্রকাশ করে। নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তন জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী এবং অপারেশনস্ গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচি উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। এছাড়া প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক্স, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক এবং কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে যা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। নিপোর্ট ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ৮,০৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। মৌলিক প্রশিক্ষণ; ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ; ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ; পুনঃ প্রশিক্ষণ এবং পুষ্টি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মার্চ ২০১৩ থেকে ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৩৫৩ জন FWV-কে ১৮ মাস ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে মাতৃ মৃত্যু রোধ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করার লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ সেবা প্রদানকারী সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিকস্ প্রশিক্ষণ নীতিমালা চুড়ান্ত করা হয়েছে এবং প্রথম বারের মত ৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স চালু করা হয়েছে ।

জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা এবং কর্মসূচির অগ্রগতির অবস্থা নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবিদের তথ্যের মূল উৎস হিসেবে নিপোর্টের গবেষণা শাখা কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাসমূহ মূল উপাদান হিসেবে কাজ করছে। নিপোর্টের গবেষণা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমকে জাতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অংগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্লানের আওতায় নিপোর্ট নিয়মিত ভাবে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS), ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে(UESD), আরবান হেল্থ সার্ভে, হেল্থ ফেসিলিটি সার্ভে এবং বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS) সহ জনসংখ্যা, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিপোর্টের গবেষণা শাখা বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচকসমূহ মনিটর করা, জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) তথ্য প্রকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মত্যু মা ও শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে নিপোর্ট, বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০১১ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে- ২০১১ এর ফলাফলের আলোকে বিভাগীয় পর্যায়ের জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সূচকসমূহের সাম্প্রতিক (আপডেটেড) প্রতিবেদন প্রণয়ন, কর্মশালার মাধ্যমে অর্থ বছরে পরিচালিতব্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক গবেষণার বিষয় চূড়ান্তকরন পূর্বক তা বাস্তবায়ন, জাতীয় পর্যায়ে ডেসিমিনেশন সেমিনার ও সভা আয়োজন, জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়ে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা ব্যবহার সম্পর্কিত সূচক, শিশু মৃত্যু হার, মোট প্রজনন হার এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কে হাল নাগাদ তথ্য পর্যালোচনার জন্য ৭টি বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন, ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD) ২০১৩ সম্পন্ন করে প্রবেশনাল রিপোর্ট প্রকাশ ও নিউজ লেটার, নিপোর্ট বার্তা প্রকাশনা সহ ১৬ টি গবেষণা/সার্ভে, ৮টি প্রতিবেদন/প্রকাশনা, ১৪ জনকে বিদেশ প্রশিক্ষণ, ২টি রিসার্চ মেথোডোলজি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ১৬টি কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজন করেছে। আয়োজিত ২টি রিসার্চ মেথোডোলজি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪০ জন ও ১৬টি কর্মশালা/ সেমিনারে প্রায় ১৮৫০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-সেবা প্রদানকারী-মাঠকর্মী অংশগ্রহণ করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্য সেবা জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ২০০১ সালের ৩২২ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৯৪ হয়েছে। অতি সম্প্রতি সম্পাদিত ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD) ২০১৩ সার্ভের ফলাফল অনুযায়ী প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণকারীর হার (কমপক্ষে ৪ বার) ২০১১ সালের ২৬.০% থেকে ২০১৩ সালে ২৫.০% হয়েছে; দক্ষ সেবা গ্রহণকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০১১ সালের ৩২.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৪.০% এ উন্নীত হয়েছে; প্রসব পরবর্তি সেবা গ্রহণকারীর হার ২০১১ সালের ২৭.০% থেকে ২০১৩ সালে ২৮.০% এ উন্নীত হয়েছে; জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ২০১১ সালের ৬১.০% থেকে ২০১৩ সালে ৬২.০% এ উন্নীত হয়েছে; আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০১১ সালের ৫২.১% থেকে ২০১৩ সালে ৫৩.১% এ উন্নীত হয়েছে; নিম্ন সফলতা সম্পন্ন বিভাগ সিলেটে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০১১ সালের ৩৫.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৯.০% এ উন্নীত হয়েছে এবং চট্টগ্রামে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০১১ সালের ৪৫.০% থেকে ২০১৩ সালে ৪৪.০% হয়েছে; ছয় মাসের কম বয়সের শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার ২০১১ সালের ৬৪.০% থেকে ২০১৩ সালে ৬০.০% হয়েছে; বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা সম্পন্ন শিশুর হার ২০১১ সালের ৪১.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৯.০% এ নেমে এসেছে এবং বয়সের তুলনায় কম ওজনের শিশুর হার ২০১১ সালের ৩৬.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৫.০% এ নেমে এসেছে ।

এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম হিসেবে নিপোর্ট, বাংলাদেশ নগর স্বাস্থ্য জরিপ (Bangladesh Urban Health Survey) ২০১৩ পরিচালনা করছে। জরীপের উদ্দেশ্য হলো শহর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এর অন্যতম উদ্দেশ্য বস্তি এলাকার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি তুলে ধরা। পাশাপাশি জরীপের মাধ্যমে শহর এলাকায় চলমান বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হবে। বাংলাদেশে নগর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে এ জরীপের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।